সর্বোচ্চ ২৯.৪°
সর্বনিম্ন ১৫.৩°
শিলিগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬০ শতাংশ
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৮ নভেম্বর ২০১৮ তেরো

প্রচুর শব্দবাজি আটক, ধৃত ৬

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার যেখানে শেষ হয়েছিল, বুধবার সন্ধ্যায় শুরু হল ঠিক সেখান থেকেই। আদালতের নির্দেশ অমান্য করে সন্ধ্যা থেকে শব্দবাজির দাপটে অতিষ্ঠ হলেন শহরের অধিকাংশ মানুষ। এত নিষেধাজ্ঞা, এত নজরদারির পরেও কীভাবে এত শব্দবাজি ঢুকল শহরে বারেবারে সেই প্রশ্ন উঠেছে। যদিও মঙ্গলবার রাতে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের অভিযানে আটক করা হয়েছে প্রচুর শব্দবাজি। শিলিগুড়ি থানার আইসি দেবাশিস বোসের নেতৃত্বে মঙ্গলবার ও বুধবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানোর পর সন্তোষীনগর এলাকা থেকে আড়াই হাজার প্যাকেট লংকাবাজি ও প্রায় ১৩৫ প্যাকেট চকোলেট বোম আটক করার পাশাপাশি ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভক্তিনগর থানার আইসি অনুপম মজুমদারের নেতৃত্বে হওয়া অভিযানে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভূপেন্দ্রনগর এলাকা থেকে প্রচুর শব্দবাজি আটক করার পাশাপাশি এক বিক্রেতাকে গ্রেফতার করা হয়। নিউ জলপাইগুড়ি থানার ওসি অনির্বাণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়। ওই থানার অন্তর্গত নেতাজি মোড় এলাকার একটি দোকান থেকে আটক করা হয় প্রচুর শব্দবাজি। শব্দবাজি বিক্রির দায়ে গ্রেফতার করা হয় ১ জনকে। প্রধাননগর থানার আইসি পঙ্কজ থাপার নেতৃত্বে মঙ্গলবার ও বুধবার গুরুংবস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর শব্দবাজি আটক করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ২ জনকে।

পাকুড়তলা যুবক সংঘের প্রতিমা।

চলছে যজ্ঞ। বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোমণ্ডপে।

দীপাবলির আলোকসজ্জা। শিলিগুড়িতে।

শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ ক্লাবের কালীপ্রতিমা।

দীপাবলির রোশনাই।

আলোর উচ্ছ্বাস।

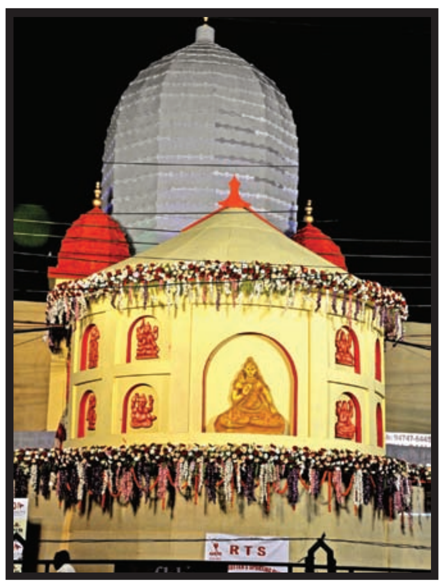

শিলিগুড়ি আরটিএস ক্লাবের পুজোমণ্ডপ

হাকিমপাড়ার তরুণ সংঘের পুজোমণ্ডপে ভিড়।

ছবিগুলি তুলেছেন তপন দাস ও সৌরভ জোয়ারদার।

অলিখিত প্রতিযোগিতা শব্দবাজির

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ লড়াইটা চলল সবকিছুতেই। প্রতিমা থেকে মণ্ডপ, আলোকসজ্জায় তো ছিলই। উপরন্তু এ বছর দেওয়ালি উপলক্ষ্যে যেন পাড়ায় পাড়ায় শব্দবাজিরও রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলল। বুধবার সন্ধ্যা থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বিরামহীনভাবে শব্দবাজির দাপটে কান ঝালাপালা হল শহরবাসীর। তবে সেই শহরবাসীই 'ডোন্ট কেয়ার মানসিকতা'য় ভিড় জমালেন পুজোমণ্ডপগুলিতে। আবার তো একটা বছরের প্রতীক্ষা, তাই বাড়ির বাইরে পা রেখে ঘরে ফেরার তাগিদটা তেমন ছিল না।

ইঙ্গিতটা দিয়েছিল মঙ্গলবার রাত। কিন্তু তা যে এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে, তেমন ধারণা ছিল না কারও মধ্যেই। বুধবার কার্যত সমস্ত হিসেবনিকেশ পালটে গেল শহর শিলিগুড়িতে। কালীপুজোর রাত পালটে গেল দেওয়ালিতে পৌঁছে। প্রত্যাশিতভাবে প্রতি বছরই কালীপুজোর পরিবর্তে পরেরদিন বেশি ভিড় হয় পুজোমণ্ডপগুলিতে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যথারীতি সন্ধ্যা হতেই পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপগুলিতে ভিড় জমতে শুরু করে। যথারীতি দল বেঁধে প্রচুর মানুষ বেরিয়ে পড়েন দূরের মণ্ডপ এবং প্রতিমা দর্শনে। ফলে শহরের প্রতিটি বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপই এদিন ছিল দর্শকের ভিড়ে ঠাসা। কোথাও কোথাও দর্শকের লাইন এতটাই বড়ো হয় যে, একটি মণ্ডপে অনেকেরই কেটে যায় এক ঘণ্টারও বেশি সময়। সেবক রোড, বিধান রোড তো বটেই, হাকিমপাড়া, আশ্রমপাড়া,

সূর্য সেন কলোনির মতো কয়েকটি পাড়াতেও এদিন মাঝরাত পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে পুলিশকে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের তরফে ছিল বিশেষ নজরদারি। শিলিগুড়িতে অবাঙালিদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। তাই দেওয়ালি উপলক্ষ্যে খালপাড়ার নয়াবাজার, স্টেশন ফিডার রোড, সেবক রোড, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, বিধান মার্কেট সহ কয়েকটি এলাকা সাজিয়ে তোলা হয়েছিল রঙিন আলো এবং ফুল, গাছগাছালি দিয়ে। এখানেও প্রতিযোগিতা লক্ষ করা গিয়েছে উৎসবের শেষ রাতে। তবে এদিন সমস্ত কিছু ছাপিয়ে গিয়েছে শব্দবাজির প্রতিযোগিতায়। রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আতশবাজি পোড়ানোর ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। কিন্তু শিলিগুড়িতে সন্ধ্যা থেকে অধিক রাত পর্যন্ত ফেটেছে নিষিদ্ধ শব্দবাজিও। এমনকি তা টেক্কা দিয়েছে মঙ্গলবারের রাতকেও। শব্দবাজি ফাটানোর ক্ষেত্রে পাড়ায় পাড়ায় যেন ছিল অলিখিত বা অঘোষিত প্রতিযোগিতা। কোনো বাড়ির সামনে একটি শব্দবাজি ফাটলে পালটা কেউ কেউ তিনটি ফাটিয়েছেন। তার জবাব মিলেছে আরও বেশি সংখ্যায়। ফলে শব্দবাজির দাপট বেড়েছে সময়ের সঙ্গে। যার জেরে ঘুম উড়েছে অনেকেরই। কিন্তু যাঁরা আইনকে সহজেই বুড়ো আঙুল দেখাতে পারেন, তাঁরা কি আর সাধারণ মানুষ, পরিবেশের কথা চিন্তা করতে পারেন? প্রশ্ন অনেকেরই।

গাড়ি ভাড়ার দাপট কমেনি শহরে

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ দীপাবলিতেও কমেনি শহরে গাড়ি ভাড়ার দাপট। উৎসবের শুরু থেকেই শহরে শুরু হয়েছে টোটো, অটোচালকদের ভাড়া নিয়ে দাদাগিরি। দীপাবলিতে সেই খাতায় নাম লিখিয়েছে রিকশাও। শহরের প্রায় সব রুটেই চলছে লাগামহীন ভাড়ার জুলুম। একদিকে উৎসবের বাজারে টোটোতে চারজনের পরিবর্তে নেওয়া হচ্ছে ছয় থেকে সাতজন যাত্রী, অন্যদিকে অটোতে এগারো-বারোজন যাত্রী নিয়েই শহরে প্রধান রাস্তাগুলিতে দাপিয়েছে টোটো এবং সিটি অটো। অন্যদিকে, দ্বিগুণ ভাড়া হাঁকছেন রিকশাচালকরাও। দুর্গাপুজোর সময় থেকে ভাড়ার দাপট শুরু হলেও দীপাবলিতে শহরে তার মাত্রা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। সিটি অটোতে দশ টাকার ভাড়া পনেরো থেকে কুড়ি টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের থেকে। প্রতিবাদ করতে গেলেই যাত্রীদের বলা হচ্ছে পুজোয় ভাড়া বেড়ে গিয়েছে। পুজোয় ভাড়া বেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে টোটোর যাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে কুড়ি টাকা। উৎসবের অজুহাতে গাড়ি ভাড়া ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকলে পরবর্তীতে তা গিয়ে কোথায় ঠেকবে তা ভেবে মাথায় হাত আমজনতার। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গাপুজোর সময় থেকেই জানানো হয়েছিল বিষয়টি দেখা হবে। কিন্তু দীপাবলির শেষেও তার কোনো নজির দেখা যায়নি বলে অভিযোগ যাত্রীদের।

টোটো ও সিটি অটোচালকদের দাবি, পুজোর বাজারে সব কিছুরই দাম বেড়ে যায়। অন্য কিছুর সময় যাত্রীরা প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু একটু বেশি ভাড়া দিতে গেলেই আমাদের উপর যত আইন। আমাদেরও তো পরিবার রয়েছে। এছাড়া পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ার এখন আর আগের ভাড়ায় পোষায় না বলে সিটি অটোচালকদের দাবি। অন্যদিকে টোটোচালকদের দাবি, পুজোর ভিড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে অনেকটা বেশি সময় লাগে। যার ফলে ব্যাটারির চার্জ অনেকটা বেশি খরচ হয়। ফলে ভাড়া একটু বেশি না নিলে পুজোর বাজারে চলে না।

অন্যদিকে, টোটো ও অটোচালকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাগামহীন ভাড়া হাঁকছেন রিকশাচালকরাও। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা মনা রায় জানিয়েছেন, কলকাতার মতো শিলিগুড়িতেও বেসরকারি পরিবহণের রেট চার্ট শহরে লাগানো দরকার। নাহলে ভাড়ার দাপটের সমস্যা কখনোই শহরে মিটবে না।

এ ব্যাপারে বৃহত্তর শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্মল সরকার জানিয়েছেন, শহরের প্রধান রাস্তাগুলোতে টোটোর দাপাদাপি প্রচুর রয়েছে। যার জন্য অনেক সময় সিটি অটোচালকদের যাত্রী পেতে অসুবিধা হচ্ছে। পাশাপাশি পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ার বেশ কিছু চালক অবৈধভাবে বেশি টাকা নিচ্ছেন তার খবর রয়েছে। তবে আমরা চালকদের সঠিক ভাড়া নিতে বলেছি যাত্রীদের কাছ থেকে। ডিসি ট্রাফিক নগেন্দ্র ত্রিপাঠী বলেন, বেশি ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে যাত্রীরা অভিযোগ জানালে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কম্বল বিতরণ

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ বুধবার দক্ষিণ ভারতনগর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে দীপাবলি উপলক্ষ্যে দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিন দেড়শো জনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়েছে বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে বাসু শিকদার জানিয়েছেন। দীপাবলি ও কালীপুজো উপলক্ষ্যে প্রেস ক্লাব অফ নর্থবেঙ্গলের উদ্যোগে দুস্থদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে দেড়শোজনের হাতে কম্বল তুলে দেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। এছাড়াও ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। প্রায় চার হাজার চারা গাছ এদিন লাগানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মদন ভট্টাচার্য, স্থানীয় কাউন্সিলার নিখিল সাহানি, সুভাষপল্লি ভারত সেবাশ্রম সংঘের অতীসানন্দজি মহারাজ।

পুরোদস্তুর ডিউটি করতে হচ্ছে লক্ষ্মী ও উর্মিলাকে

তমালিকা দে • শিলিগুড়ি

৭ নভেম্বর ঃ বছরের অন্য সময় খেয়ে, খেলে, বিশ্রাম করে সময় কাটানো দুই সরকারি কর্মীকে পুজোতে করতে হচ্ছে পুরো ডিউটি। আর সেই ডিউটি করতে গিয়েই রীতিমতো নাজেহাল বেঙ্গল সাফারির লক্ষ্মী ও ঊর্মিলা। কাজের চাপে বদলেছে তাদের লাইফস্টাইলও। যেখানে অন্যদিন সকালের বেশিরভাগ সময় খেলে কাটাত এখন সেখানে সাড়ে নয়টার মধ্যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে কাজে লেগে পড়তে হচ্ছে। দিনের শুরুতে ডিউটির সময় চনমনে থাকলেও বেলা গড়াতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তারা। তবে সাফারি পার্কে আসা পর্যটকরা হাতি সাফারি উপভোগ করছেন পুরোপুরি।

বেঙ্গল সাফারির আকর্ষণ বাড়াতে গতবছর পুজোর আগে সাফারি পার্কে আনা হয়েছিল দুটি হাতি। লক্ষ্মীকে জলদাপাড়া এবং ঊর্মিলাকে বক্সা থেকে আনা হয়। উত্তরবঙ্গে আসা পর্যটকদের মধ্যে চাহিদা থাকায় সাফারি পার্কে হাতি সাফারি চালু করা হয়। পর্যটকদের জন্য ডুয়ার্সের তুলনায় সাফারি পার্কে হাতি সাফারির টিকিটের দামও কম রাখা হয়। এমনকি চাহিদা থাকলে আরও হাতি আনা হবে বলেও জানিয়েছিল সাফারি কর্তৃপক্ষ। পর্যটকদের জন্য সকালে তিনবার ও বিকেলে দুবার সাফারি ঠিক করা হয়। কিন্তু হাতি সাফারিতে আশানুরূপ পর্যটক না পেয়ে আশাহত হতে হয় সাফারি কর্তৃপক্ষকে। এমনকি, পর্যটক না থাকায় বেশিরভাগ সময়ই বিশ্রাম করেই কাটাত লক্ষ্মী ও ঊর্মিলা। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় থেকে বেঙ্গল সাফারিতে আসা পর্যটকদের মধ্যে হাতি সাফারির চাহিদা বাড়তে থাকে। পর্যটকদের চাহিদা থাকায় এখন পুরোদস্তুর ডিউটি করতে হচ্ছে বেঙ্গল সাফারির দুই 'সরকারি কর্মচারী' লক্ষ্মী ও ঊর্মিলাকে। তবে সাফারি পার্কে পর্যটকদের মধ্যে হাতি সাফারির চাহিদা বাড়ায় খুশি কর্তৃপক্ষ। এবছর পুজোর সময় থেকেই বেঙ্গল সাফারিতে প্রচুর পর্যটক আসছেন। টাইগার, কম্বো সহ বিভিন্ন সাফারির পাশাপাশি হাতি সাফারিরও প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এমনকি অনলাইনে সাফারির টিকিট কেটে নেওয়ায় অনেক পর্যটক পার্কে এসে টিকিট পাচ্ছেন না। বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতেই সাফারি পার্ককে সাজিয়ে তোলা। পুজোর এই মরশুমে হাতি সাফারিতে পর্যটকদের থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি।